গাংনীর আওয়ামীলীগ, ঐক্যবদ্ধ আওয়ামীলীগ- জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি

গাংনীর আওয়ামীলীগ ঐক্যবদ্ধ আওয়ামী লীগ। তার প্রমাণ িেমিলছে গাংনী পৌর নির্বাচনে নৌকা মনোনীত প্রার্থী আহাম্মেদ আলীকে নির্বাচিত করার মধ্য দিয়ে তার প্রমাণ দিয়েছে গাংনীর নৌকা প্রেমী জনগণ।

জনগণের আশা আকাংখাকে মুল্যদিয়ে গাংনীর উন্নয়নকে আরো গতিশীল রাখতে প্রয়োজনীয় সর্বাত্নক সহযোগীতা থাকবে সরকারের পক্ষ থেকে।

আয়োজিত বিশাল জনসভায় প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, বর্তমান সরকারের আমলেই দেশের সকল উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। এ উন্নয়ন আওয়ামী লীগ সরকারের উন্নয়ন। বঙ্গবন্ধুর হাতে গড়া বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার যখনই ক্ষমতায় আসে তখনই দেশের উন্নয়ন হয়।

আর সে উন্নয়নকে বাধাগ্রস্থ করতে স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি বিএনপি জামাত বিদেশী মিডিয়া ভাড়া করে অপপ্রচারে লিপ্ত হয়েছেন। তবে এ ষড়যন্ত্র মোকাবেলা করতে সরকার সচেষ্ট রয়েছেন। এসমস্ত অপপ্রচার ও গুজব জনগণ কেয়ার করেনা। জনগনই তাদের প্রত্যাখ্যান করেছেন।

তিনি আরো বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহামানের নামে বাংলাদেশে একটি জেলা আছে, সেটি মেহেরপুরের মুজিবনগর। বঙ্গবন্ধুর কন্যা দেশনেত্রী শেখ হাসিনা তার মুল্য দিয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রনালয়ের মত গুরুত্বপুর্ণ একটি মন্ত্রনালয়ের দায়িত্ব দিয়েছেন মেহেরপুরের সন্তানকে। মেহেরপুরবাসীর ভালবাসা তারই প্রমাণ মিলেছে।

গাংনী উপজেলা ও পৌরসভার উন্নয়নের লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত জনসভায় মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের উদ্যোগে সোমবার বিকালে গাংনী পাইলট স্কুল এন্ড কলেজ চত্বরে জেলা আওয়ামীলীগের সিনিয়র সহ-সভাপতি আব্দুল হালিম বিশ্বাস এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রনালয়ের প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক ফরহাদ হোসেন দোদুল এসব কথা বলেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে ছিলেন জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এম এ খালেক, বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সাবেক সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা মকবুল হোসেন ও গাংনী পৌরসভার নবনির্বাচিত মেয়র আহাম্মেদ আলী।

গাংনী উপজেলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক শফি কামাল পলাশ এর অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক অ্যাডভোকেট ইব্রাহীম শাহিন, মেহেরপুর জর্জ কোটের পাবলিক প্রসিকিউটর পল্লব ভট্টাচার্য, জেলা আওয়ামী লীগের মহিলা বিষয়ক সম্পাদক নুরজাহান বেগম, গাংনী পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আনারুল ইসলাম বাবু, গাংনী উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান ফারহানা ইয়াসমিন,

উপজেলা যুবলীগের সভাপতি মোশাররফ হোসেন, মেহেরপুর বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষণা পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক আব্দুল মালেক, সাধারন সম্পাদক সাইদুর রহমান, সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান অ্যাড শফিকুল আলম, জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক সফররাজ হোসেন মৃদুল, জেলা কৃষক লীগের সাধারণ সম্পাদক ওয়াসিম সাজ্জাদ লিখন, জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুস সালাম, সাহারবাটি ইউপি চেয়ারম্যান গোলাম ফারুক, রাইপুর ইউপি চেয়ারম্যান গোলাম সাকলায়েন সেপু, কাথুলী ইউপি চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানাসহ আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

ঝিনাইদহে দোগাছি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের বিশাল জনসভা

ঝিনাইদহে দোগাছি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের জনসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সদর উপজেলার দোগাছি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের আয়োজনে কলামনখালি বাজারে এ জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।

দোগাছি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাবেক চেয়ারম্যান ফয়েজুল্লাহ ফয়েজ এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ঝিনাইদহ-২ আসনের সংসদ সদস্য তাহজীব আলম সিদ্দিকী সমি।

তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ আরও এক ধাপ উন্নয়নের শিখরে পৌছাবে। তিনি সকল ভেদাভেদ ভুলে তৃণমূল নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে আওয়ামলীগকে আরও শক্তিশালী করতে সকলের প্রতি আহবান জানান।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও উপজেলা চেয়ারম্যান অ্যাড. আব্দুর রশীদ, জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মাহমুদুল ইসলাম ফোটন, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও পোড়াহাটি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম হিরন।

এছাড়াও অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পদ্মাকর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান বিকাশ বিশ্বাস, হরিশংকরপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাবেক চেয়ারম্যান খন্দকার ফারুকুজ্জামান ফরিদ, দোগাছি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক পলাশ হোসেন, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক ফিরোজ শাহী, কালীচরণপুর ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি বিপ্লব হোসেন, আওয়ামী লীগ নেতা সৈয়দ মুনির হোসেন মুকুল, মুক্তার হোসেন ও সাবেক মেম্বর কাজল হোসেন।

ডেকে নিয়ে গৃহবধূকে ধর্ষণচেষ্টা, আ.লীগ নেতাকে গণধোলাই

ভালো উকিল দিয়ে জমির মামলায় জিতিয়ে দেওয়ার আশ্বাসে ডেকে নিয়ে চুয়াডাঙ্গায় এক নারীকে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগ উঠেছে আওয়ামী লীগ নেতা মোমিনুল হক মোমিন মাস্টারের বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় ওই আওয়ামী লীগ নেতাকে আটক করে গণধোলাই দিয়ে পুলিশে সোপর্দ করেছে স্থানীয়রা।

শনিবার রাত ৮টার দিকে উপজেলার ভগিরথপুর গ্রামের একটি ফাঁকা বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে। ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ কনডম উদ্ধার করেছে।

অভিযুক্ত মোমিনুল হক মোমিন ওরফে মোমিন মাস্টার দামুড়হুদা উপজেলার নতিপোতা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং নতিপোতা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। তিনি উপজেলার মসজিদল পাকার ছেলে।

পুলিশ ও এলাকা সূত্রে জানা গেছে, মোমিনুল হক বর্তমানে গ্রাম থেকে ১৫ কিলোমিটার দূরে দামুড়হুদা উপজেলা শহরে বসবাস করেন। শনিবার রাত ৮টার দিকে উপজেলার ভগিরথপুরের আলিহিমের ফাঁকা বাড়িতে এক নারীর চিৎকার চেঁচামেচি শুনে এলাকার লোকজন ছুটে যান। এসময় মোমিন মাস্টারকে গণধোলাই দিয়ে রক্তাক্ত জখম করেন।

এতে তিনি গুরুতর আহত হন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে পুলিশ। তাকে রক্তাক্ত জখম অবস্থায় উদ্ধার করে দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে থানায় নেওয়া হয়। এ সময় থানায় নেওয়া হয় একই উপজেলার বেড়বাড়ি গ্রামের ওই নারী ও তার স্বামীকে।

ভগিরথপুর গ্রামের মাছ ব্যবসায়ী ইলিয়াছ হোসেন জানান, রাতে মরাগাং বাঁওড় পাহারা দিতে আমি ও অরও হালদার নৌকা নিয়ে যাই। পরে ওই মেয়ের চিৎকার শুনে সেখানে যাই। সেখানে মোমিন মাস্টারকে বিবস্ত্র অবস্থায় দেখি। তার হাতে একটি জন্মবিরতিকরণ কনডম ছিল।

ওই মেয়ের চিৎকারে তার স্বামীসহ স্থানীয়রা এসে মোমিন মাস্টারকে মারধর করে।

তিনি বলেন, মোমিন মাস্টার ভালো হলে সন্ধ্যায় ফাঁকা বাড়িতে এক নারীকে নিয়ে তিনি কী করছিলেন? তিনি তো দামুড়হুদায় বাসা ভাড়া নিয়ে থাকেন।

বেড়বাড়ি গ্রামের ওই নারী অভিযোগ করে বলেন, আমার চাচাদের সঙ্গে জমি নিয়ে বিরোধ চলে আসছে। মোমিন মাস্টার ভালো উকিল দিয়ে মামলায় আমাদের জিতিয়ে দেবে বলে আশ্বাস দেয়।
উকিল এসেছে বলে সন্ধ্যায় আমি ও আমার স্বামীকে ভগিরথপুর গ্রামের আলিহিমের বাড়ি ডাকে মোমিন মাস্টার। মোমিন মাস্টার আমার স্বামীকে চা খেতে বাইরে যেতে বলে।

পরে ঘরের দরজা আটকে মোমিন মাস্টার আমাকে জোরপূর্বক ধর্ষণচেষ্টা করে। আমি চিৎকার দিলে আমার স্বামী ও স্থানীয়রা এসে আমাকে উদ্ধার করে। আমি তার বিরুদ্ধে থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দিয়েছি।

এ বিষয়ে অভিযুক্ত মোমিন মাস্টার জানান, আমাকে পরিকল্পিতভাবে ফাঁসাতে ওই নাটক সাজানো হয়েছে। আমি রাজনীতি করি। আমার প্রতিপক্ষ এ কাজ করেছে। ওই মেয়ের চাচা আমাকে তার কাজ করে দিতে নিষেধ করেছিল। কিন্তু আমি অসহায় ভেবে কাজ করে দিতে চেয়েছিলাম। আমাকে হত্যাচেষ্টার মর্মে আমিও থানায় একটি অভিযোগ দিয়েছি।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার ওসি আবদুল খালেক জানান, উভয়পক্ষই থানায় লিখিত অভিযোগ দিয়েছে। মামলার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন।

বাংলাদেশ আওয়ামী যুব প্রজন্মলীগের মুজিবনগর উপজেলা কমিটি গঠন

“বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা শেখ হাসিনার নেতৃত্ব সততা ও শক্তি একতাই বল” এই শ্লোগানকে সামনে রেখে বাংলাদেশ আওয়ামী যুব প্রজন্মলীগের মুজিবনগর উপজেলা কমিটি গঠিত হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার জেলা কমিটির সভাপতি তারিফুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক জাহিদ হাসান স্বাক্ষরিত এই কমিটির অনুমোদন দেওয়া হয়। শহরের কোর্ট সড়কে মেহেরপুর জেলা যুব প্রজন্ম লীগের অফিস কার্যালয়ে জেলা যুব প্রজন্মলীগের সভাপতি তারিফুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক জাহিদ হাসান এ কমিটির অনুমোদন দেন।

মুজিবনগর উপজেলা প্রজন্মলীগের সভাপতি মার্টিন রতন মন্ডল ও মুর্শিদ আলম লিপুকে সাধারণ সম্পাদক করে ২১ সদস্যের এই কমিটির অনুমোদন দেয়া হয়।

কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন সহ-সভাপতি জাহিদুর রহমান, মৌসুমী আক্তার শ্যামলী, দেবাস্তিন মন্ডল, শাকিল রেজা, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক পদে সমুয়েল মল্লিক, প্রসেনজিৎ মন্ডল, আরোজ খাঁ, শেফালী মল্লিক, মোস্তাফিজুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক পদে সুজন মিয়া, সোহেল সরদার, ইমরান মোল্লা, মিঠন আলী, মিলন হোসেন, পাপ্পু

মন্ডল, জাব্বারুল ইসলাম, আশরাফুল আলম ও মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা পদে লাভলি খাতুন। আগামী ১ বছরের জন্য এই কমিটিকে অনুমোদন দেওয়া হয়।

আলমডাঙ্গায় আওয়ামী লীগের বিক্ষোভ

আলমডাঙ্গায় আওয়ামী লীগের উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। স্বতন্ত্র মেয়র প্রার্থী এম সবেদ আলী বঙ্গবন্ধু ও আওয়ামী লীগকে নিয়ে কটুক্তি করার প্রতিবাদে গতকাল শনিবার বিকেলে আলমডাঙ্গা কলেজ চত্বর থেকে এক বিরাট মিছিল বের হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

পরে উপজেলা পরিষদ মঞ্চে প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিবাদ সমাবেশ প্রধান অতিথি ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সম্পাদক সাবেক মেয়র রিয়াজুল ইসলাম জোয়ার্দার টোটন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে রিয়াজুল ইসলাম জোয়ার্দ্দার টোটন বলেন, আলমডাঙ্গা পৌরসভার নির্বাচন অতি নিকটে ।

এ নির্বাচনকে ঘিরে একটি চক্র নৌকার বিরুদ্ধে লেগেছে, নৌকার প্রার্থীর পিছনে লেগেছে। কিভাবে নৌকাকে হারানো যায়। ইতোমধ্যে আপনারা দেখেছেন নিজেরা অঘটন ঘটিয়ে দোষ আওয়ামী লীগের ঘাড়ে, নৌকার ঘাড়ে চাপানোর চেস্টা করছে।

আওয়ামী লীগ কখনো ভাঙচুরের রাজনীতি করেনা। আওয়ামী লীগকে শায়েস্তা করতে চান। আপনার মত পাতি নেতা দেখে আওয়ামী লীগ ভয় করেনা। আমরা পাকিস্তানের শাসন দেখেছি, জিন্না থেকে শুরু করে আইয়ুব খান দেখেছি। আমরা তাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে এদেশ থেকে তাদের তাড়িয়েছি। আমরা আওয়ামী লীগ করি, আওয়ামী আন্দোলন দেখে ভয় করেনা।

এদেশকে এগিয়ে নিতে বঙ্গবন্ধু জীবন বাজি রেখে স্বাধীন করার

নেতৃত্ব দিয়েছেন। বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনা দেশের উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। আপনি রাস্তার ধুলো উড়িয়ে ভোট নিতে চান। আপনার চরিত্র এলাকার মানুষ জানে। আপনি মুক্তিযুদ্ধের তকমা গায়ে লাগিয়ে ভাঙ্গিয়ে চুরিয়ে খাচ্ছেন। আপনি বঙ্গবন্ধুর খুনির হাতে হাত মিলিয়েছিলেন।

অন্যদিকে যারা সরকারী টিন চুরি ও জনগণের সম্পদ লুন্ঠন করে কোটি কোটি টাকার মালিক হয়েছে তারা আবার ভোট চায়। জনগণ এই সব ব্যক্তিকে প্রত্যাখান করে আগামী ১৪ তারিখের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নৌকা প্রতীকে ভোট দিয়ে বিজয়ী করবে। তিনি বলেন, ছাত্রলীগ যুবলীগকে সজাগ থাকতে হবে।

নির্বাচনে ১৪ তারিখে বিজয় নিয়েই সবাইকে ঘরে ফিরতে হবে। নৌকা মার্কা মানেই উন্নয়নের মার্কা। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি দেলোয়ার হোসেনের। প্রধান বক্তা ছিলেন হাসান কাদীর গনু।

বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি খুস্তার জামিল।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন প্রশান্ত অধিকারি, সাংগঠনিক সম্পাদক মুন্সি আলমগীর হান্নান, এ্যাডঃ বিল্লাল হোসেন, পিপি, চুয়াডাঙ্গা পৌর আওয়ামী লীগের সম্পাদক আনোযার হোসেন হেলা, এ্যাড. জোহা, চুয়াডাঙ্গার বর্তমান মেয়র জাহাঙ্গির আলম মালিক খোকন, বন ও পরিবেশ সম্পাদক, সহিদ মিযা, তথ্য ও গবেষণা সম্পাদব কাউছার আহম্মদ বাবলু, নির্বাহী সদস্য নুরুল ইসলাম, শাহ আলম, কাজী অরুন,

সিরাজুল ইসলাম, জেলা সহ-সভাপতি আমিরুল ইসলাম মন্টু, হাজী লিয়াকত আলী লিপু মোল্লা, হামিদুল ইসলাম, আনিমুর রহমান মল্লিক, যুগ্ম-সম্পাদক কাজী রবিউল হক, সাংগঠনিক সম্পাদক আতিয়ার রহমান, আলম হোসেন, বিআরডিবির চেয়ারম্যান মহিদুল ইসলাম মুহিদ, ডাঃ অমল কুমার বিশ্বাস, পৌর সম্পাদক মতিযার রহমান ফারুক, যুগ্ম-সম্পাদক সাইফুর রহমান পিন্টু, যুব লীগ নেতা আহসান উল্লাহ, সাজ্জাদুল হক স্বপন, ছাত্রলীগ এ্যাড. সালমুন আহম্মদ ডন, নয়ন সরকার, আশরাফুল ইসলাম, মৎসজীবী লীগের শাহাবুল হক, রেজাউল হক, বনিক সমিতির সভাপতি আরেফিন মিয়া মিলন, মোস্তাফিজুর রহমান রুন্নু, আবু সাইদ পিন্টু, আব্দুল হালিম মন্ডল ও ইয়াকুব আলী মাস্টার।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁতীদের জন্য কাজ করেছিলেন-আতাউর রহমান আতা

কুষ্টিয়া সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও শহর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আতাউর রহমান আতা বলেছেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁতীদের জন্য কাজ করেছিলেন। তাঁতীদের ভাগ্যোন্নয়নে তাঁতী সমিতি গঠন করেছিলো।

শুক্রবার বিকেলে কুষ্টিয়া সদর উপজেলার উজানগ্রাম আলিম মাদরাসা প্রাঙ্গণে তাঁতী সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন।

তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ সরকার মানুষের উন্নয়নে রাজনীতি করে। তাই যেখানে মানুষের ভাগ্যের উন্নয়ন হবে সরকার সেখানেই কাজ করবে। তাঁতী সম্প্রদায়ের জন্য কাজ করতে হবে। আর এই তাঁতের তৈরি কাপড়ের ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুব উল আলম হানিফ এমপির মাধ্যমে তাঁতীদের সর্বাত্মক সহায়তা প্রদান করা হবে বলেও জানান তিনি। এছাড়াও এই কুষ্টিয়ার উন্নয়নে দলমত নির্বিশেষে আওয়ামী লীগের হাতকে শক্তিশালী করতে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহবান জানান তিনি।

বর্তমান সরকার উন্নয়নের সরকার উল্লেখ করে তিনি বলেন, মাটি ও মানুষের হাহাকার থেকে উদ্ধার করতেই বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের হাল ধরেছিলেন। তিনি এ দেশের উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছেন। যা বিগত আমলে কোন সরকার করেনি।

বিএনপি মানুষের সাথে ছলনাময়ী করেছে বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন, গেলো পৌরসভার নির্বাচনে বিএনপি প্রার্থী কেউ মেয়র হতে পারেনি। জনগন তাদের কে ভোট দেয়নি। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বকে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছেন। এভাবেই এলাকার অসমাপ্ত উন্নয়ন কাজগুলো সম্পন্ন করা হবে বলেও জানান তিনি।

সমাবেশে প্রধান বক্তার বক্তব্যে বাংলাদেশ তাতীলীগের কেন্দ্রীয়

কমিটির সহ-সভাপতি এ্যাড. নিজামুল হক চুন্নু বলেন, দেশের মধ্যে আধুনিক শহরে রুপান্তরিত হয়েছে এই কুষ্টিয়া। জেলার উন্নয়ন কর্মকান্ডগুলো যতদিন থাকবে ততদিনে ততদিন এই কুষ্টিয়ার উন্নয়নের রুপকার মাহবুব উল আলম হানিফ এমপি কে মনে রাখবে জেলাবাসী।

আদর্শের নেতা ছিলেন বঙ্গবন্ধু উল্লেখ করে তিনি বলেন, সোনার বাংলা গড়ে তোলার স্বপ্ন ছিলো বঙ্গবন্ধুর। তার মতো ক্ষণজন্মা পুরুষ যুগে যুগে ছিলো আছে এবং থাকবে। বাংলাদেশকে দমায়ে রাখার কোন সুযোগ নেই। রোল মডেলে পরিণত হয়েছে এই বাংলাদেশ। তাঁতী সম্প্রদায়ের হারানো সেই গৌরব ফিরিয়ে আনতে বর্তমান সরকার কাজ করছে বলেও জানান তিনি।

জেলা তাঁতী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হাফিজুর রহমান হাফিজের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন কুষ্টিয়া জেলা তাঁতী লীগের সভাপতি রুহুল আমিন, সাধারণ সম্পাদক হারুন অর রশীদ, সিনিয়র সহসভাপতি সরোয়ার হোসেন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোঃ বিপুল হোসেন,

সদর উপজেলা তাঁতী লীগের আহবায়ক আক্কাস আলী, জেলা পরিষদের সদস্য অধ্যাপক এমএ মজিদ, জেলা ছাত্র লীগের সভাপতি আতিকুর রহমান অনিক, উজানগ্রাম ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি ছানোয়ার হোসেন মোল্লা, সাধারণ সম্পাদক আবু বক্কর সিদ্দিক, উজানগ্রাম আলিয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ আব্দুর রহমান প্রমুখ।

সমাবেশে তাতীলীগ, ছাত্র লীগ ও আওয়ামী লীগের অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দ ও তাতী সম্প্রদায়ের মানুষজন উপস্থিত ছিলেন।
এরআগে অতিথিদের ফুলেল শুভেচ্ছা জানিয়ে বরণ করে নেয় তাঁতীলীগ নেতৃবৃন্দ।

আওয়ামীলীগের কেন্দ্রীয় প্রচার ও প্রকাশনা উপকমিটিতে তৃতীয়বার

সদস্য হলেন মেহেরপুরের ইমন

বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের কেন্দ্রীয় প্রচার ও প্রকাশনা উপকমিটিতে তৃতীয়বারের মতো সদস্য হয়েছেন মেহেরপুরের মোহাম্মদ আব্দুস শুকুর ইমন (এমএএস ইমন)। বুধবার ৩ জানুয়ারি বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের সভাপতি শেখ হাসিনার নির্দেশে দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের এ কমিটির অনুমোদন দেন।

এমএএস ইমন এর রাজনীতিতে পদার্পণ সেই ছাত্রজীবন থেকেই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় ১৯৯৫ সালে এস এম হল শাখার ছাত্রলীগের যুগ্ম সম্পাদক পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। পরে ১৯৯৭ সালে ছাত্রলীগের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটির সমাজসেবা সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের কেন্দ্রীয় কমিটিতে ২০০২ সালে সদস্য হিসেবে ছিলেন।

এছাড়াও টানা ৬ বছর পেট্রোবাংলার অধীনস্থ রুপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড এর পরিচালনা পর্ষদের সদস্য ছিলেন। বর্তমানে তিনি আনিশা গ্রুপের চেয়ারম্যান ও মেহেরপুর জেলার একমাত্র দৈনিক পত্রিকা মেহেরপুর প্রতিদিন এর প্রকাশক।

বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের উপদেষ্টা কমিটির সদস্য ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপদেষ্টা হোসেন তওফিক ইমাম (এইচ টি ইমাম) কে চেয়ারম্যান ও বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের প্রচার সম্পাদক আব্দুস সোবহান গোলাপ এমপি কে সদস্য সচিব করে মোট ৩৫ সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়েছে।

কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন, বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের উপ-প্রচার সম্পাদক আমিনুল ইসলাম আমিন, যুগ্ম সম্পাদক ও তথ্যমন্ত্রী ড. হাসান মাহমুদ এমপি, এনামুল হক চৌধুরী খসরু, কাসেম হুমায়ুন, সুভাষ সিংহ রায়, তারিক সুজাত, সাদিকুর রহমান চৌধুরী পরাগ, রফিকুল ইসলাম কহিনুর, কাজী নাসিম আল মমিন রুপক, কামিল হোসেন ঢালী, আব্দুল্লাহ আল মামুন তোফাজ্জল, ফয়সল আহম্মেদ রিয়াদ, বদরুল আলম বাবু, সৈয়দ নুরুল ইসলাম, জগদীশ এষ, এম শওকত ওসমান লিখন, মহিনুর রহমান মঈন, রইচউল আলম মোল্লা, আরিফুল ইসলাম বাপ্পী,

ইমরুল পারভেজ শিমুল, মুমতাহিনা রীতু, আরিফা রহমান রুমা, আশরাফ সিদ্দিকী বিটু, আব্দুস শুকুর ইমন, গোলাপ সামদানি হিল্লোল, নাজমুল মুন্সি, জহিরুল ইসলাম শাহীন, গিয়াস উদ্দিন আহমেদ, রাশেক

রহমান, সালাউদ্দিন রিপন, রাশেদুল ইসলাম রাসেল, একেএম শরিফুল ইসলাম বাবু। ২০২২ সাল পর্যন্ত এ কমিটি দায়িত্ব পালন করবে।

মেপ্র/এমএফআর

ঝিনাইদহের হাটগোপালপুরে আ.লীগের জনসভা

ঝিনাইদহে আওয়ামী লীগের জনসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল সদর উপজেলার পদ্মাকর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের আয়োজনে হাটগোপালপুর বাজারে এ জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।

পদ্মাকর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাবেক চেয়ারম্যান বিকাশ বিশ্বাসের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ঝিনাইদহ-২ আসনের সংসদ সদস্য তাহজীব আলম সিদ্দিকী সমি।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কনক কান্তি দাস, সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও উপজেলা চেয়ারম্যান এ্যাড. আব্দুর রশীদ, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও পোড়াহাটি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম হিরন।

এ সময় হরিশংকরপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাবেক চেয়ারম্যান খন্দকার ফারুকুজ্জামান ফরিদ, দোগাছি ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান ফয়েজ উল্লাহ ফয়েজ, সুরাট ইউনিয়নের চেয়ারম্যান কবির হোসেন জোয়ার্দ্দার কেবি, কুমড়াবাড়িয়া ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান সামছুল ইসলাম, কালীচরণপুর ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি বিপ্লব হোসেন, প্রভাষক জাকির হোসেন, আওয়ামী লীগ নেতা সৈয়দ মুনির হোসেন মুকুলসহ স্থানীয় আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন পদ্মাকর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও ইউপি সদস্য হাবিবুর রহমান জোয়ার্দ্দার। এ সময় প্রধান অতিথি বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ এগিয়ে

যাচ্ছে। ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ আরও এক ধাপ উন্নয়নের শিখরে পৌঁছাবে।

সকল ভেদাভেদ ভুলে তৃণমূল নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে আওয়ামী লীগকে আরও শক্তিশালী করতে সকলের প্রতি আহবান জানান।

সভাপতি পলাশ ও সাধারণ সম্পাদক বকুল

আলমডাঙ্গার হারদী ইউনিয়ন কৃষকলীগের ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শনিবার বিকেলে হারদী কৃষি ক্লাব মাঠে অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কৃষকলীগের সহ-সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা শরীফ আশরাফ আলী। প্রধান অতিথির বত্তব্যে তিনি বলেন, কৃষকলীগ কখনো ঘরে বসে থাকেনি।

প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে আমরা করোনাকে উপেক্ষা করে কাজ করেছি। এখন কাজ করে যাচ্ছি। আমরা কৃষকের ধান কাটা কর্মসুচী পালন করেছি। দুর্যোগের সময় জননেত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে কাজ করে যাচ্ছি । আজকে বাংলাদেশ যখন উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে পৃথিবীর বুকে মাথা উচু করে দাঁড়িয়েছে, তখন বিএনপি-জামায়াত দেশে নানা ষড়যন্ত্র করছে।

আপনারা দেখেন দেশে করোনা মহামারির সময় আওয়ামী লীগ, কৃষকলীগ, শ্রমিক লীগ কাজ করেছে বলে, আজকে আমাদের লোকজন কম করোনা আক্রান্ত হয়েছে, অনেকেই মারাও গেছে, অথচ বিএনপিরা কেই ঘর থেকে বের হয়নি, অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াইনি। তারা কখনোই মানুষের জন্য কাজ করেনি। ক্ষমতায় যখন ছিল শুধু লুটপাট করেছে। আমরা দেশের কল্যাণে, মানুষের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছি ।

সম্মেলনে প্রধান বক্তা ছিলেন কেন্দ্রীয় কৃষকলীগের বেসরকারী সংস্থা বিষয়ক সম্পাদক মিরুল ইসলাম।

এর পূর্বে নেতৃবৃন্দ পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে এই সম্মেলনের

উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় কৃষকলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক নাজমুল ইসলাম পানু। সম্মেলনে হারদী ইউনিয়ন কৃষকলীগের সভাপতি আনোয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে বিশেষ বক্তা ছিলেন কেন্দ্রীয় কৃষকলীগের সদসৌ গোপালগঞ্জ প্রেস ক্লাবের সভাপতি ওহিদুজ্জামান, বিশেষ অতিথি ছিলেন গোপালগঞ্জ জেলা কৃষকলীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহমান, চুয়াডাঙ্গা জেলা কৃষকলীগের সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান কবির,

মেহেরপুর জেলা কৃষকলীগের সাধারণ সম্পাদক ওয়াসিম সাজ্জাদ লিখন, চুয়াডাঙ্গা জেলা কৃষকলীগের সহসভাপতি তৌহিদুর রহমান চন্দন, আলমডাঙ্গা উপজেলা কৃষকলীগের সভাপতি এম আজিজুল হক, সাধারণ সম্পাদক খন্দকার বজলুল করিম। উপজেলা কৃষকলীগের দপ্তর সম্পাদক সাহাবুল ইসলামের উপস্থাপনায় আরো উপস্থিত ছিলেন কৃষকলীগ নেতা সৌমেন্দ্র নাথ সাহা। বক্তব্য রাখেন পলাশ বিশ্বাস প্রমুখ।

সম্মেলনে তারিক হাসান পলাশকে সভাপতি ও আসাদুজ্জামান বকুলকে সাধারণ সম্পাদক মনোনীত করে ৬১ সদস্য বিশিষ্ট হারদী ইউনিয়ন কৃষকলীগের কমিটি গঠন করা হয়।

হরিণাকুন্ডু উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতিসহ ৩ নেতা বহিস্কার

পৌরসভা নির্বাচনে আওয়ামী লীগ মনোনীত নৌকা প্রতীকের বিরুদ্ধে কাজ করায় ঝিনাইদহের হরিণাকুন্ডু উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতিসহ ৩ আওয়ামী লীগ নেতাকে বহিস্কার করা হয়েছে।

শনিবার দুপুরে ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক আছাদুজ্জামান আছাদ স্বাক্ষরিত এক প্রেসবিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বহিস্কৃতরা হলেন হরিণাকুন্ডু উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মশিউর

রহমান জোয়ার্দ্দার, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অধ্যক্ষ শরিফুল ইসলাম শরিফ ও হরিণাকুন্ডু পৌরসভার বর্তমান মেয়র ও পৌর আওয়ামী লীগ সভাপতি শাহিনুর রহমান রিন্টু।

জেলা আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক আছাদুজ্জামান আছাদ জানান, ৩য় ধাপে অনুষ্ঠিত হরিণাকুন্ডু পৌরসভা নির্বাচনে আওয়ামী লীগ থেকে পৌরসভার বর্তমান কাউন্সিলর ফারুক হোসেনকে মনোনীত করা হয়েছে।

কিন্তু ওই ৩ আওয়ামী লীগ নেতা বিভিন্ন সময় আওয়ামী লীগ মনোনীত নৌকা মার্কার মেয়র প্রার্থী ফারুক হোসেনের প্রতীকের বিরুদ্ধে নির্বাচনী প্রচারণাসহ মানববন্ধন, উস্কানীমুলক বক্তব্য, উপজেলা আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে বসে নেতাকর্মীদের নৌকার বিরুদ্ধে কাজ করতে উৎসাহিত করে আসছে।

এ ঘটনায় মেয়র প্রার্থী ফারুক হোসেন লীগের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির কাছে অভিযোগ করে। তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় কেন্দ্রের নির্দেশে ওই ৩ জনকে বহিস্কার করা হয়েছে।